বই	বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	আব্দুল্লাহ ইউসুফ
সম্পাদনা	মুফতী তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

বিয়ের
উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান
খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯ ৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

নির্ধারিত মূল্য : ৩২.০০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা,
৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد

মানুষের জৈবিক চাহিদা মেটানোর একমাত্র বৈধ মাধ্যম হলো বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমেই নারী-পুরুষের মাঝে পরিবার গঠিত হয়। বিস্তার ঘটে বংশধারার। বিবাহ কেবল স্বামী-স্ত্রীর মানসিক প্রশান্তি লাভের উপায়-ই নয়; বরং এর মাধ্যমে তারা অর্জন করতে পারে মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি। কেননা, বিবাহ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সুন্নাহ, যা নিঃসন্দেহে ইবাদত। স্বামী-স্ত্রীর কথা-বার্তা, আমোদ-প্রমোদ, সহবাস– এ সবকিছুর মাঝে তাদের জন্য পুণ্য রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

"তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করাতে তার জন্য রয়েছে সদাকার সাওয়াব। সাহাবীগণ রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কেউ যদি (তার স্ত্রীদের সাথে) যৌন চাহিদা মেটায়, তাতেও কি তার জন্য সাওয়াব রয়েছে? তখন তিনি বললেন, তোমরা কী মনে কর– যদি লোকটি কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হতো; তাহলে তার গুনাহ হতো কি না? অনুরূপভাবে যখন সে হারাম থেকে বিরত থেকে হালাল কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে।"[১]

বস্তুত, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে মানুষের পক্ষে অনেক হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়ে যায়। যিনা-ব্যভিচার, অবৈধ প্রেম-পরকীয়া, লিভ টুগেদার প্রভৃতি মারাত্মক গুনাহ বেশির ভাগই বিবাহ থেকে বিমুখ থাকার কারণে সংঘটিত হয়। বিবাহিত নারী-পুরুষ এমন সব হারাম কাজ থেকে নিজেদের সহজে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কারণ তাদের জন্য রয়েছে জৈবিক চাহিদা মেটানোর হালাল ক্ষেত্র।

বিবাহের মাধ্যমেই অর্জন হয় মুমিনের ঈমানের পরিপূর্ণতা। সে হতে পারে উন্নত চরিত্রের অধিকারী, লাভ করতে পারে অন্তরের পবিত্রতা। বিবাহের মাঝে এমন বহুবিধ উপকারিতা থাকার কারণেই শরীয়তে বিবাহের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও এর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১. সহীহ মুসলিম: ১০০৬

বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমরা যেন বিবাহের উপকারিতা ও এর শরয়ী রূপরেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন 'বিয়ের উপকারিতা ও শরয়ী রূপরেখা' নামক বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, যা শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু) এর 'আহকামুন নিকাহ ওয়া আদাবুহু' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ–লেখক এতে খুব সহজ ও চমৎকার ভাষায় বিয়েসংক্রান্ত ৩৬টি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা তুলে ধরেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে এ বইটি থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

- আব্দুল্লাহ ইউসুফ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

বিবাহের বিধিবিধান ও রীতিনীতি বিষয়ে এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আল্লাহ তাআলার নিকট আমরা প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন এবং এ গ্রন্থটি প্রস্তুত ও প্রকাশের পেছনে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যয় হয়েছে, তাদের সকলকে তিনি উত্তম বিনিময় দান করেন।

বিবাহ মানুষের সৃষ্টিগত চাহিদা ও মানবিক বৈশিষ্ট্য। এর মাঝে রয়েছে বহুবিধ উপকারিতা। বিবাহ দুনিয়া আবাদের প্রধান মাধ্যম, আত্মাকে হারাম পথ থেকে রক্ষা করে হালাল পথে পরিচালিত করার উপায়, ফেতনা থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ, মানব সম্পদ বৃদ্ধিকরণের মাধ্যম ইত্যাদি। সর্বোপরি এটি আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এর সুন্নাহ। ইসলামি শরীয়াহ এ ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করেছে। এর প্রতি আগ্রহ জাগিয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উত্তম জীবনোপকরণ। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[২]

২. সূরা নাহল: ৭২

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরও বলেন–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"আপনার আগেও আমি বহু রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাঁদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।"[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"আমি তো রোজা রাখি, ইফতার করি, নামাজ পড়ি, ঘুমাই, নারীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। অতএব, যে আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৪]

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুব সমাজ, তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের সক্ষমতা

---

৩. সূরা রা'দ: ৩৮
৪. সহীহ বুখারী: ৫০৬৩; সহীহ মুসলিম: ১৪০১

রাখে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা, তা দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থান হেফাজত করার জন্য অত্যন্ত কার্যকরী। আর যে বিবাহের সক্ষমতা রাখে না, সে যেন রোজা রাখে। কেননা, রোজা তার জন্য গুনাহ থেকে বাঁচার রক্ষাকবচ।"[৫]

বিবাহ আল্লাহর তাআলার বড়ত্ব, মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ এবং তাঁর উত্তম সৃষ্টি, পরিব্যাপ্ত রহমত, বান্দাদের প্রতি তাঁর অপার কৃপার বহিঃপ্রকাশ। তাই তো তিনি ইরশাদ করেন–

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে গিয়ে শান্তি লাভ কর এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাবলি রয়েছে সেসব লোকের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[৬]

---

৫. সহীহ বুখারী: ১৯০৫; সহীহ মুসলিম: ১৪০০
৬. সূরা রূম: ২১

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্ত্রীদেরকে স্বামীদের জন্য শান্তির আবাস করে দিয়েছেন। স্ত্রীর কাছে গেলে স্বামীর আত্মা স্থির থাকে। মন সর্বদা ব্যাকুল থাকে তার সাক্ষাতের আশায়। তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাখানি দেখে স্বামীর হৃদয় জুড়িয়ে যায়। যখন সে আপন স্ত্রীর সান্নিধ্যে আসে, তখন তার মন প্রশান্তিতে উদ্বেলিত হতে থাকে। সর্বোপরি একজন স্বামী তার স্ত্রীকে পেলে অন্য নারীর প্রতি আর আগ্রহ থাকে না। এজন্যই বলা হয়, দাম্পত্য জীবন হলো শান্তির ঠিকানা। উভয়ের অন্তরে আল্লাহ তাআলা দয়া ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। ফলে দুজনের মাঝে সৃষ্টি হয় ভালোবাসার এক অটুট বন্ধন।

কিছু ওয়াদা ও অঙ্গীকারের সমষ্টি, উত্তমভাবে জীবনযাপনের প্রক্রিয়া, খারাপ চিন্তা থেকে বাঁচার উপায়, কুপ্রবৃত্তির চিকিৎসা, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, দুটি জীবনের মাঝে স্থিরতা আনয়ন, একজন মহীয়সীকে শান্তির আবাস হিসেবে গ্রহণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শে গঠিত একটি সুসংগঠিত পারিবারিক ব্যবস্থা– ইত্যাদির নামই হলো বিবাহ বন্ধন।

ইসলাম এসে জাহেলি সমাজের সকল নোংরা-অশ্লীল বিবাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করে। প্রতিষ্ঠা করে এক সুন্দর-সুষম নীতির বিবাহ প্রথা। যেমনটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযি. বলেন–

فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ

"মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর বর্তমানের এই (সুষম) বিবাহ রীতি ছাড়া জাহেলি যুগের সকল বিবাহ প্রথাকে বিলুপ্ত করেন।"[৭]

বিবাহ আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন। সৃষ্টিকুলের মাঝে বিবাহের চাহিদা দিয়েই তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর সকল সৃষ্টির মাঝে তিনি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন বলেই তাদের বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে আরোপ করেছেন কিছু নিয়ম-পদ্ধতি, বিধি-নিষেধ ও আদব-শিষ্টাচার। যার

৭. সহীহ বুখারী: ৫১২৭

সঠিক চর্চার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকতে পারে, লাভ করতে পারে তাঁর নৈকট্য।

নীতিগতভাবে বিবাহ বৈধ একটি কাজ। তবে মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই বৈধতার ধরনে পরিবর্তন আসে। তাই যে ব্যক্তি যৌনশক্তি থাকা সত্ত্বেও তার প্রবৃত্তিকে যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া থেকে হেফাজত করতে পারবে, তার জন্য বিবাহ করা মুস্তাহাব। আবার যে লোক সক্ষমতা থাকাবস্থায় যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রাখে, তার জন্য বিবাহ করা ওয়াজিব বা ফরয। আর কেউ যদি স্ত্রীর অধিকার বিনষ্টের ও তার ওপর অন্যায়, জুলুম করার আশঙ্কা রাখে; তাহলে তার জন্য বিবাহ করা মাকরূহ। যেমন, সহবাসে বা ভরণপোষণে অক্ষমতা ইত্যাদি।

বিবাহের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অতীব লক্ষণীয় তা হচ্ছে, কোনো ধরনের তাড়াহুড়ো না করে জেনে বুঝে ধীরস্থিরতার সাথে বিবাহ সম্পাদন করবে। আর এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বীনদার, উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী, সন্তান জন্মদানে

সক্ষম, কুমারী, সুন্দরী এবং সতী রমণীকে বাছাই করবে। লক্ষ রাখতে হবে, রমণী যেন হয় অভিজাত, উচ্চবংশীয় ও সম্মানিতা। সুতরাং যদি কারও মাঝে এসব গুণের সমন্বয় ঘটে, তাহলে তো কল্যাণে ভরপুর। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"সুতরাং নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।"[৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

"নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি বিষয় দেখে। তার সম্পদের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দীনদারিতার কারণে। অতএব তুমি দীনদার মেয়ে বিবাহ করে সুখী ও সফল হও। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও।"[৯]

তিনি আরও বলেন–

---

৮. সূরা নিসা: ৩৪
৯. সহীহ বুখারী: ৫০৯০; সহীহ মুসলিম: ১৪৬৬